দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

00-020

পাঠাগার আন্দোলন চাই

সৈয়দ আলী কবীর

দেশব্যাপী একটা পাঠাগার আন্দোলন তৈরী করা উচিত। কেন তা প্রয়োজন, তা যে কোন পাঠক উপলব্ধি করবেন। সে বিষয়ে বড় বেশী যুক্তি উত্থাপন করতে হবে না। তবুও অবতারণা করছি। বক্তব্য অসম্পূর্ণ হলে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠাগার আন্দোলন কেমন করে তৈরী করা যায় সে বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনাও রাখবো।

দেশের মানুষের মধ্যে বই-এর প্রতি মাদকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যে বাসায় একটু পড়াশোনার গন্ধ আছে, সেখানেই বই থাকে। অবস্থা বিশেষে আজকাল বহু বাসায় বই-এর ভাণ্ডার তৈরী হয়েছে। সেখানে রুচি বিশেষে বই জমে উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের বয়সের ও ব্যক্তিগত পছন্দর তারতম্যর ওপর নির্ভর করে কি ধরনের বই থাকবে। তবে শিক্ষিত পরিবার নিজস্ব ছেলেমেয়েদের বই-এর প্রতি একটা নেশা ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু আমরা গরীব দেশ বলে এরকম ব্যক্তিগত বই-এর ভাণ্ডার নগণ্য সংখ্যক লোকের বাসায় আছে। দেশের অসংখ্য পরিবারের পক্ষে ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সাধারণ পরিবারের জন্য খুব একটা বই কেনা সম্ভব নয়। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবই কিনতে প্রাণান্ত হতে হয়। তার ওপর অন্য বই কেনা দুরূহ হয়ে ওঠে। আলাদা নেশা থাকলে ভিন্ন কথা। তবে থাকলেও অসচ্ছল পরিবার প্রধানতঃ আদান প্রদানের মাধ্যমে বই-এর নেশা মেটায়।

শহরাঞ্চলের মানুষের তবুও কিছু ব্যক্তিগত বই-এর ভাণ্ডার আছে। উপরন্তু শহরাঞ্চলে সাধারণ পাঠাগার আছে। স্কুল-কলেজের পাঠাগার উন্নততর। সেখান থেকে ছেলেমেয়েদের বই ধার করবার সুযোগ আছে।

গ্রামাঞ্চলে বই-এর ব্যাপারে বলতে গেলে মরুভূমি। পড়ালেখার চর্চা নেই। যাদের পড়াশোনার চর্চা আছে তাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাগার আছে। কিন্তু তাদের অবস্থা জরাজীর্ণ। আর বোধ হয় গ্রামের মানুষের বই পড়ার আগ্রহও কম। কারণ বই পড়া একটা নেশার মতো। সে নেশা জন্মাতে হলে তার জন্য খোরাক যোগানো চাই। একটা বই দেখে হয়তো কেউ তাচ্ছিল্য করলো, কারণ সে সম্বন্ধে তার আগ্রহ নেই। অথচ বই-এর পর বই তার সামনে ধরলে তার আগ্রহ জন্মাবে। পাঠাগার আন্দোলন এই কাজটি করবে।

পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার সংগে বই-এর মূল্যরও সম্পর্ক আছে। আজকাল বই-এর দাম অত্যন্ত চড়া। তাই কেবল মাত্র পাঠাগার আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের বহুল প্রসার সম্ভব।

উপরন্তু অনেক জাতীয় বই ব্যক্তিগত পাঠাগারে সবার পক্ষে রাখা সম্ভব নয় বা রাখলেও তার ব্যাপক ব্যবহার হয় না। যথা বিশ্বকোষ বা রবীন্দ্র রচনাবলী। ক'টা পরিবার ওই ধরনের বই রাখতে পারে? উপরন্তু যারা রাখে তারা ন্যায্য কারণে ধার দিতে চায় না। কারণ একটা ভল্যুম খোয়া গেলে সেট্ ভেংগে যায়। আর সাধারণতঃ বলা হয় যে বই ধার করে পড়া ভালো, কিন্তু ধার দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সাধারণ পাঠাগারের চরিত্র ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে ভিন্ন। সাধারণ পাঠাগারে নানা মানুষের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে বই রাখা হয়। মানুষ অভিরুচি অনুযায়ী পড়ে। উপরন্তু অর্থসংস্থান থাকলে নতুন নতুন বই কিনতে পারে। একটা সার্থক পাঠাগার একটা সাগরের মতন। সাগরে যেমন নদী থেকে সব সময় পানি বয়ে আসছে, সাধারণ পাঠাগারে তেমনি সব সময় নতুন বই আসছে। আর পাঠকগণ সাগরের পাড়ে গিয়ে অবগাহন করছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাঠাগার আন্দোলন দেশে বই লিখার ও তার প্রকাশনার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশে বই-এর বাজারের সীমাবদ্ধতার জন্য যথেষ্ট বই লেখা হয় না। উপরন্তু এমন অনেক বই রচিত হওয়া উচিত যার বাজার সীমিত। ধরুন কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন, ক্ষুদ্রশিল্প, পুষ্টি ইত্যাদি। এধরনের বই-এর বাজার ক্ষুদ্র বলে তা কেউ লিখতে চায় না বা লিখলেও সেসব বই-এর প্রচার হয় না। একটা লাইব্রেরী আন্দোলন বই লেখার ও তার প্রকাশের ব্যাপারে টনিকের মত কাজ করবে।

উপরন্তু পাঠাগার আন্দোলন সাময়িক পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্র পড়ার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করে। গ্রামে একটা পত্রপত্রিকা বা সংবাদপত্র গেলে যে তা অনেক লোক পড়ে তা আমরা জানি। পাঠাগার আন্দোলন সেই পড়ার ব্যবস্থাকে সংগঠিত করবে।

এবার পাঠাগার আন্দোলন সৃষ্টির ব্যাপারে কতকগুলো প্রস্তাবনা রাখছি। সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন দেশে অবস্থিত সাধারণ পাঠাগারকে চিহ্নিত করা। কারণ একটা পাঠাগার থাকলে তাকে সুদৃঢ় করা যায়। বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ পাঠাগার বদ্ধ জলাশয়ের মতন। তাদের পুরাতন বই আছে। কিন্তু বই-এর অবস্থা সম্ভবতঃ জরাজীর্ণ। নতুন বই কেনার ক্ষমতা নেই। তাদের নতুন বই সরবরাহ করা প্রয়োজন ও বই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। কোন পাঠাগারকে বছরে শ'খানিক বই দিলে ও বই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাজার দু'তিন টাকা দিলে তারা মহাখুশী হবে। লাইব্রেরী প্রতি বই ক্রয়ের খরচ গড়ে হাজার পাঁচেক টাকার বেশী হবে না। পাইকারীভাবে বই কিনে সরবরাহ করলে ভালো কমিশন পাওয়া সম্ভব।

কাছাকাছি দুটো সাধারণ পাঠাগার থাকলে তাদের দু'জনকে ভিন্ন ধরনের বই দিলে তারা সেই বই আদান প্রদান করতে পারবে। কিছু এমন বই দিতে হয় যা সবার কাছে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাকি গ্রন্থ আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত, তাই এ ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

দেশের সর্বত্র পাঠাগার নেই। আমাদের বছর দুই-এর মধ্যে সারা দেশে প্রতিটি ইউনিয়নে একটা পাঠাগার গড়ে তোলা উচিত। তাদের প্রত্যেককে শ'দুই বই দেওয়া হোক। বই রাখবার জন্য আলমারি দেওয়া হোক। গ্রাম থেকে একজন ভলেনটিয়ারের ব্যবস্থা করা

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAR 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

হোক যে গ্রন্থাগারিকের কাজ করবে। তাকে শ'দুই তিন টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে। ঘন্টা দু'তিন কাজ করবে।

ইউনিয়নের লাইব্রেরীর সংগে তার অন্যান্য অঞ্চলের সম্পর্ক থাকা উচিত। বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চল গোটা দশেক করে বই নিয়ে যাবে ও তা পনেরো দিন অন্তর ফেরত দিয়ে যাবে। মেয়েদের মধ্যে বই পড়ার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী। এইভাবে ইউনিয়নে অবস্থিত লাইব্রেরী ওই এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার করবে। পাঠাগারের জন্য ঘর দেওয়া উচিত দেশের মানুষের। যেখানে সম্ভব ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিসে পাঠাগার স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে বই নির্বাচনের একটা সম্পর্ক আছে। সামর্থ্য থাকলে যে যা বই চায় তা কিনতে দেওয়া যেতো। কিন্তু যেহেতু সীমিত সংখ্যক বই সরবরাহ করা হবে, তাই নির্বাচনের প্রশ্ন আসে। শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক বই যে কোন সাধারণ পাঠাগারের সম্পদ। গল্প, উপন্যাস, নাটক-কবিতা পড়ার ব্যাপারে মানুষের অত্যুগ্র আগ্রহ আছে। সে আগ্রহ মেটানো প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এমন বই থাকা প্রয়োজন যা দেশাত্মবোধ ও জীবনবোধকে জাগ্রত করবে। তবে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠাগারে এমন বই অবশ্য থাকা প্রয়োজন যা মানুষের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করবে।

মানুষকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এমন বই থাকা প্রয়োজন যা ব্যবহার করে মানুষ একটা পেশা সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। জানতে পারে উন্নততর কৃষি, পশুপালন, পুষ্টি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যা দেশের মানুষের জানা প্রয়োজন।

একটা সার্থক পাঠাগারকে কেন্দ্র করে একটা পাঠকচক্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেখানে বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা হবে। নতুন নতুন বই সংগ্রহের চেষ্টা হবে। প্রত্যেক পাঠাগারকে কিছু অর্থ দেওয়া উচিত, যা ব্যবহার করে তারা নিজস্ব পছন্দমত বই কিনতে পারবে বা পত্রপত্রিকা কিনবে। হয়তো হাজার খানেক টাকা দেওয়া হতে পারে স্বাধীনভাবে বই কেনার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তারা বেসরকারী উদ্যোগকেও উৎসাহ দিতে পারে। উদ্যোক্তাদের পাঠাগার আন্দোলন সার্থক করার জন্য অনুদান দিতে পারে। পাঠাগার আন্দোলনের প্রশাসন তৈরী করা উচিত উপজেলাকে কেন্দ্র করে। সেখান থেকে বই কেনা হবে ও পাঠাগারদের তদারকি করা হবে। নগদ টাকাও উপজেলার মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। নগর অঞ্চলে কেবল পুরাতন পাঠাগার সাহায্য পাবে। তার একটা শর্ত হবে যে বই কেনার ও আনুষঙ্গিক ব্যয় করার জন্য কিছু কিছু অর্থ তারা নিজেরা সংগ্রহ করবে। ধরুন আটআনি বা অন্ততঃ সিকিভাগ।

পাঁচ দশ কোটি টাকা ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে একটা পাঠাগার আন্দোলনের সূচনা করা সম্ভব। এই টাকার সংকুলান আমাদের বাজেটের মাধ্যমে করা অসম্ভব নয়। প্রয়োজন সদিচ্ছার। শিক্ষার প্রসারের জন্য গ্রামকে নানাভাবে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। নইলে তাদের পক্ষে নগর ও শহর অঞ্চলের মানুষের সংগে এটে ওঠা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। পাঠাগার আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের একটা মূল্যবান অস্ত্র হবে।